চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম–২১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি.

হোসেন আহম্মদ চৌধুরী সিটি কর্পোরেশন স্কুল এন্ড কলেজের অনুষ্ঠানে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

নিরাপদ পথ চলার ক্ষেত্রে অভিভাবক ও এলাকাবাসীর সহযোগিতার প্রয়োজন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, তাঁর মেয়াদের এ সময় পর্যন্ত নগরীর উন্নয়নে সরকার থেকে ২১শত কোটি টাকা উন্নয়ন বরাদ্দ পেয়েছে। আরো ২টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৮৩ কোটি টাকার একটি এবং ১২৩০ কোটি টাকার অপর একটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এ ২টি প্রকল্প অনুমোদিত হলে নগরীর বর্তমান চেহারা আরো পরিবর্তন হবে। মেয়র বলেন, হোসেন আহম্মদ চৌধুরী সিটি কর্পোরেশন স্কুল এন্ড কলেজে আশা–যাওয়ার পথ শোভাবর্ধন সহ শিক্ষার্থীদের চলাচল উপযোগী রাস্তা তৈরি করা হবে। শিক্ষার সুবিধার্থে ভবন সম্প্রসারণ করা হবে এবং রেলওয়ের জায়গা পাওয়া গেলে খেলার মাঠসহ উন্নয়ন কাজ করা হবে। তিনি বলেন, নিরাপদ পথ চলার ক্ষেত্রে অভিভাবক ও এলাকাবাসীর সহযোগিতার প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মেয়র আরো বলেন, সৎ, চরিত্রবান ও মূল্যবোধ সম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হবে। ২১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি. শনিবার, দুপুরে হোসেন আহম্মদ চৌধুরী সিটি কর্পোরেশন স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বৃত্তি প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র এসব কথা বলেন। অত্র স্কুল ও কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ৮নং শুলকবহর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ মোরশেদ আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সামসুদ্দোহা, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিসেস জেসমিন পারভীন জেসী, অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মিসেস হাসিনা মহিউদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস নাজিয়া শিরিন, সহকারী কলেজ পরিদর্শক আবুল কাসেম মোহাম্মদ ফজলুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মিসেস রেহেনা আক্তার খানম। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাহমুদুল হক, খয়রাতি মিয়া চৌধুরী, লিলি বড়–য়া, আনোয়ারা বেগম ও বেলায়েত হোসেন রোবায়েত সহ অন্যরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রভাষক সুমন দত্ত ও দিল আফরোজা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন আরো বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা খাতে বছরে ৪৩ কোটি টাকা ভতুর্কি দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে এবং ১৩ কোটি টাকা ভতুর্কি দিয়ে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়াও বছরে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ১৫% গরীব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ দিচ্ছে।

প্রসঙ্গক্রমে মেয়র আরো বলেন, চসিকের প্রশাসনিক ব্যয় বছরে ২৬০/২৭০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া সর্বসাধারণের নিকট থেকে বছরে মাত্র ৪৭ কোটি টাকা পৌরকর পাচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসনে দায়িত্ব পালন করছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। চলতি বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকার ৫শত কোটি টাকা সিডিএ-কে বরাদ্দ দিয়েছেন। যেহেতু সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান জলাবদ্ধতা নিরসনে দায়িত্ব পালন করছে সেক্ষেত্রে মন্তব্য করা সমুচিন নয়। মেয়র বলেন, অতীতে পরিকল্পিত নগরায়ন না হওয়ায় জনদুর্ভোগ লেগেই আছে। সরকার চেষ্টা করছে চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে। সে লক্ষে ড্রেনেজ মাষ্টার প্ল্যান্ট, সোয়ারেজ মাষ্টার প্ল্যান, ওয়াসার পানি সাপ্লাইসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রাম। জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ভিশন বাস্তবায়নে প্রানান্ত প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। মেয়র আশা করেন, তাঁর মেয়াদের মধ্যে চট্টগ্রামের সকল কাঁচা রাস্তা পাকা হবে এবং নগরী পরিপূর্ণ ভাবে আলোকিত হবে। তিনি নাগরিক সেবার ক্ষেত্রে নগরবাসীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন